উখিয়া উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২০১৯/২০ থেকে ২০২৩/২৪ অর্থবছর

উখিয়া উপজেলা পরিষদ
উখিয়া, কক্সবাজার

উপদেষ্টা

শাহীন আক্তার
জাতীয় সংসদ সদস্য
২৯৭, কক্সবাজার - ৪ (উখিয়া, টেকনাফ)

দিক-নির্দেশনায়

জনাব হামিদুল হক চৌধুরী
চেয়ারম্যান, উখিয়া উপজেলা পরিষদ, উখিয়া, কক্সবাজার।

সার্বিক সহযোগীতায়

জনাব জাহাঙ্গীর আলম
ভাইস চেয়ারম্যান, উখিয়া উপজেলা পরিষদ, উখিয়া, কক্সবাজার।

কামরুন নেছা বেবি
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উখিয়া উপজেলা পরিষদ, উখিয়া, কক্সবাজার।

সম্পাদনায়

মোঃ নিকারুজ্জামান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া, কক্সবাজার।

কারিগরি সহযোগীতায়

মোঃ মহিউদ্দিন
জেলা সমন্বয়ক, উখিয়া, কক্সবাজার ।
উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, জাইকা।

প্রকাশকাল

নভেম্বর, ২০১৯খ্রিঃ।

মুদ্রণে

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বাণী..iii

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট:..১

উপজেলা পরিচিতিঃ..৩

মানচিত্রে উখিয়া উপজেলা..৪

উপজেলার আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত..৬

সম্পদ চিত্রায়ন..৮

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ..১৭

বাজেটের সার-সংক্ষেপ..২৬

রূপকল্প বিবরণী..২৭

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ লক্ষ্য এবং ফলাফল..২৮

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা..৩০

বাণী

সংসদ সদস্যের বাণী

শাহীন আক্তার
জাতীয় সংসদ সদস্য
২৯৭, কক্সবাজার – ৪

কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত উখিয়া উপজেলা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২৯৭ নং আসনে পড়েছে। উক্ত এলাকার এমপি হিসেবে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগে আমি আনন্দিত এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই।

বলা হয়ে থাকে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা পুরো কাজের অর্ধেক। বাস্তবিকপক্ষেই, যে কোন এলাকার উন্নয়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আশা করছি উখিয়া এ উদ্যোগ উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম জোড়দার করবে এবং উপজেলার কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে অবদান রাখবে। দেশনেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে স্ব-স্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে ও তৃণমূলপর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সরকারী নানা সুবিধার সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে এই বইটি কার্যকরী ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও বেগবান করতে এটি একটি নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করবে। উপজেলা তথা তৃণমূল পর্যায়ে উপজেলা পরিষদের আওতাধীন সরকারের বিভিন্ন বিভাগ তাদের নিজ নিজ করণীয় বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং সকলের দক্ষতা, জবাবদিহিতারচর্চা বৃদ্ধি পাবে। ”পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা” বই প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে যেমন সম্পদ ব্যবহারে অপচয় কমবে, তেমনি উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে উখিয়া উপজেলা পরিষদের এ ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। পরিশেষে আমি এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট উখিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভাইস চেয়ারম্যানসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং সততা, স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই।

(শাহীন আক্তার)

জেলা প্রশাসকের বাণী

	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জেলা প্রশাসক কক্সবাজার

উখিয়া উপজেলা পরিষদ কর্তৃক 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। স্থানীয় সরকার কাঠামোকে শক্তিশালীকরণে উন্নয়নমুখী, সেবাধর্মী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উপজেলা পরিষদকে পুনরায় চালু করা এবং অধিকতর জনমুখী ও সেবাধর্মী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ সরকারের সেই প্রতিজ্ঞারই প্রতিফলন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম ও কার্যকর এবং এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে সেবামুখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মতামত গ্রহণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তদারকি এবং সে আলোকে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে টেকসই উন্নয়ন যেমন সম্ভব হয় তেমনি জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে গণতন্ত্রের ভিতও শক্তিশালী হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাইকা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ইউআইসিডিপি)' এর কারিগরি সহায়তায় ইতোমধ্যে 'পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত পঞ্চবার্ষিক এ উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২০-২০২৪) উখিয়া উপজেলার সকল স্তরের মানুষের চাহিদা পূরণ করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে- এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

উপজেলা পরিষদকে অধিকতর জবাবদিহিতামূলক, জনবান্ধব, আর্থিকভাবে সুশৃঙ্খল ও সেবামুখী করার জন্য উখিয়া উপজেলা পরিষদের এই 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই' একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হবে। আমি এ উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করছি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভাইস চেয়ারম্যান, পরিষদের সকল সদস্য এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি কর্মকর্তাসহ সেবা প্রদানকারী সকল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ কামাল হোসেন)

উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার-এর বাণী

উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
কক্সবাজার

উখিয়া উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে খাতভিত্তিক (সেক্টরাল) পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতীত কোন উন্নয়ন কার্যক্রমই সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন হয় না। অন্যদিকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা চর্চার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা অপরিহার্য। উখিয়া উপজেলা পরিষদের ‘পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই’ সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি সহায়ক হিসেবে কাজ করবে যা প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য বর্তমান সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘ইউআইসিডিপি’র প্রধান উদ্দেশ্য হলো উপজেলা পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম জোরদার করা। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা এবং সরকারি নীতি প্রতিফলনের সহায়তার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সংশ্লিষ্ট ১৭টি হস্তান্তরিত দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সম্পদের অপচয় কমবে, উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং নারীসহ এলাকার অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভবপর হবে।

উখিয়া উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলা পরিষদ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে এগিয়ে আসবে এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে বলে আমি আশাবাদী। এ পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়, পরিষদের সকল সদস্য এবং জেলা ও উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তাসহ সকল সরকারী- বেসরকারী সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(শ্রাবন্তী রায়)

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের বাণী

জনাব হামিদুল হক চৌধুরী
চেয়ারম্যান,
উখিয়া উপজেলা পরিষদ
উখিয়া, কক্সবাজার

স্থানীয় জনগনের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহে উপজেলা পরিষদের কার্যকরী ভূমিকা রাখার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। উপজেলা পরিষদের রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পেশাগত কর্মকাণ্ডে পারদর্শী জাতিগঠনমূলক সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ। জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে জনগণের আকাংখার সাথে তাল মিলিয়ে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক সেবা সরবরাহ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ। উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে একটি মাইলফলক হতে পারে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, শতাব্দীর মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করে সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার জনপ্রত্যাশা পূরনের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ পুনরায় কার্যকর করেছেন। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উপজেলা পরিষদ এগিয়ে চলছে। এ ধরনের পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুষম উন্নয়ন চাহিদা পূরন নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা মাফিক সেবা প্রদানে বড় একটি অন্তরায়। এ ছাড়াও উপজেলা পরিষদে সম্পদ প্রবাহের নানাবিধ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহনে বাধার সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদ সমূহ একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানসহ দৃশ্যমান উন্নয়নও সহজ হবে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করে উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর সাহায্যে উখিয়া উপজেলার ৫ বছর মেয়াদি একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং তৎপরবর্তী রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি। আমি উখিয়া উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশনার সাথে জড়িত উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে এমন একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ইউআইসিডিপি’ কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(হামিদুল হক চৌধুরী)

সম্পাদকীয়

জনাব মোঃ নিকারুজ্জামান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার,
উখিয়া, কক্সবাজার

উখিয়া উপজেলা কক্সবাজার জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে, তাদের স্বীয় বিভাগসমূহের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। উখিয়া উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সমুদয় প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

সেবা গ্রহীতার জায়গায় দাঁড়িয়ে সেবা প্রদানের ইতিবাচক মানসিকতাই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে। পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে তার সঠিক বাস্তবায়নের উপরে। প্রত্যাশা করি এই উপজেলার সকল পর্যায়ের সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তাগণ এবং জনপ্রতিনিধিগণ দেশের উন্নয়নে এই পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট থাকবেন।

এই পরিকল্পনা বইয়ে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য জনপ্রতিনিধিগন, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। সম্পাদকীয় টিম পরিশ্রম করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি প্রত্যাশা রাখছি, পরিকল্পনাটি বইটি আলমারি-বন্দী না থেকে প্রকৃত বাস্তবায়নের মুখ দেখবে।

(মোঃ নিকারুজ্জামান)

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট:

বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করার নামই পরিকল্পনা। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে পরিকল্পনা করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কৌশলগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এ কারনেই উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) এ দেশের উপজেলা সমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মূলত পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য করা হয়। কোন দায়িত্বগুলো কখন করা হবে তা নির্ধারন করার সুবিধার্থে এটা করা বিশেষ প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রনয়নের শুরুতেই নির্ধারিত দায় দায়িত্বের মধ্যে কোন কাজ কোন সময়ে করা হবে বা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে তা সুনির্দিষ্ট করে দিলে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা এবং নিম্ন-উর্ধমূখী (bottom-up approach) পদ্ধতি অনুসরন করলে প্রত্যাশিত উন্নয়ন তরান্বিত হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে সম্পদের সুষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা। এসকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উখিয়া উপজেলা খাতভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১.২ বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্যঃ

উখিয়া উপজেলার জনগনের দারিদ্র হ্রাসকরনের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উখিয়া উপজেলা পরিষদের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উখিয়া উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি ও বেসরকারিভাবে উপজেলার বরাদ্ধকৃত অর্থ জনগণের চাহিদা অনুসারে এবং প্রাধিকারের ভিত্তিতে সমন্বিত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করা। বার্ষিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উখিয়া উপজেলা পরিষদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সর্বস্তরের জনসাধারনের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইউনিয়নগুলোর পরিকল্পিত উন্নয়ন সাধন;
- আপামর জনগনের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা;
- পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার অবকাঠামো, শিক্ষা ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা;
- প্রতিটি ইউনিয়নের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

১.৩ পরিকল্পনা বই প্রণয়নের কর্মপদ্ধতিঃ

উখিয়া উপজেলার পরিকল্পনা বইটি প্রস্তত করার জন্য উপজেলা পরিষদের সকল স্তরের সদস্যদের সমন্বয়ে বেশ কয়েক বার আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। তৃণমূল পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি যাঁরা জনগণের সর্বপ্রকার চাহিদা

অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সব কিছু ওয়াকিবহাল, তাঁদের অভিমত এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরে কর্মরত (বিশেষ করে উপজেলা পরিষদে ন্যস্তকৃত) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে বার্ষিক পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতেক ধাপ অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে উখিয়া উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা বইটি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

১.৪ বার্ষিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা

উখিয়া উপজেলা পর্যায়ের প্রথম একক বার্ষিক পরিকল্পনা হিসেবে এ পরিকল্পনার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ: উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের তথ্য ঘাটতি রয়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা কষ্টকর। উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন রূপরেখা না থাকার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের (সরকারি/বেসরকারি) কর্মকর্তাদের মনে সংশয় পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারণে পরিকল্পনা প্রণয়নে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে।

উপজেলা পরিচিতিঃ

২.১। উখিয়া উপজেলার পটভূমিঃ

২৬১.৮০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট উখিয়া বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত একটি উপেজলা। ১৯২৬ সালে উখিয়া থানা গঠন করা হয়। বৃটিশ শাসনের অবশিষ্ট সময় এবং তৎপরবর্তী পাকিস্তান পিরিওডেও এটি থানা হিসেবেই থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এটি ১ নং সেক্টরের অধিনে থাকে। ১৯৮৩ সালে উখিয়া থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়।

২.২। উখিয়া উপজেলার ভৌগোলিক পরিচিতিঃ

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের অন্যতম প্রধান উপজেলা উখিয়ার উত্তরে রামু উপজেলা, দক্ষিণে টেকনাফ উপজেলা, পূর্বে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা ও মায়ানমারের আরাকান রাজ্য এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। অবস্থান: ২১°০৮´ থেকে ২১°২১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°০৩´ থেকে ৯২°১২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ

২.৩। যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ

কক্সবাজার হতে উখিয়া উপজেলার দূরত্ব সড়ক পথে ৩০ কিঃ মিঃ। উখিয়া উপজেলা হতে চট্রগ্রাম বিভাগীয় শহরের দূরত্ব সড়ক পথে ১৯০ কিঃ মি। পার্শ্ববর্তী উপজেলা সদর ও জেলা সদরসমূহের সাথে উন্নত সড়ক যোগাযোগ বিদ্যমান।

২.৪। মুক্তিযুদ্ধে উখিয়াঃ

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর চট্রগ্রাম ছিলো মুক্তিযুদ্ধের এক নম্বর সেক্টরভুক্ত। উখিয়া উপজেলা ছিলো এক নম্বর সেক্টরভুক্ত ১১ নম্বর উপ-সেক্টরে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে উখিয়ায় একাধিক সফল অপারেশন চলে। এতে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। উল্লেখযোগ্য অপারেশনগুলো হচ্ছে :ক) মরিচ্যা আহত অপারেশন।ক) উখিয়া থানা অপারেশন।গ) পালং উচ্চ বিদ্যালয় অপারেশন।ঘ) বালুখালী রাজাকার বিরোধী অপারেশন।ঙ) পাতাবাড়িতে বার্মা বিদ্রোহী বিতাড়ন ও অস্ত্র উদ্ধার।

২.৫। ইউনিয়ন সমুহঃ

উখিয়া উপজেলা ৫ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এবং এখানে কোন পৌরসভা নেই। ইউনিয়ন সমূহ হলো- ১) রাজাপালং ইউনিয়ন ২) জালিয়াপালং ইউনিয়ন ৩) হলুদিয়াপালং ইউনিয়ন ৪) রত্নাপালং ইউনিয়ন এবং ৫) পালংখালি ইউনিয়ন

মানচিত্রে উখিয়া উপজেলা

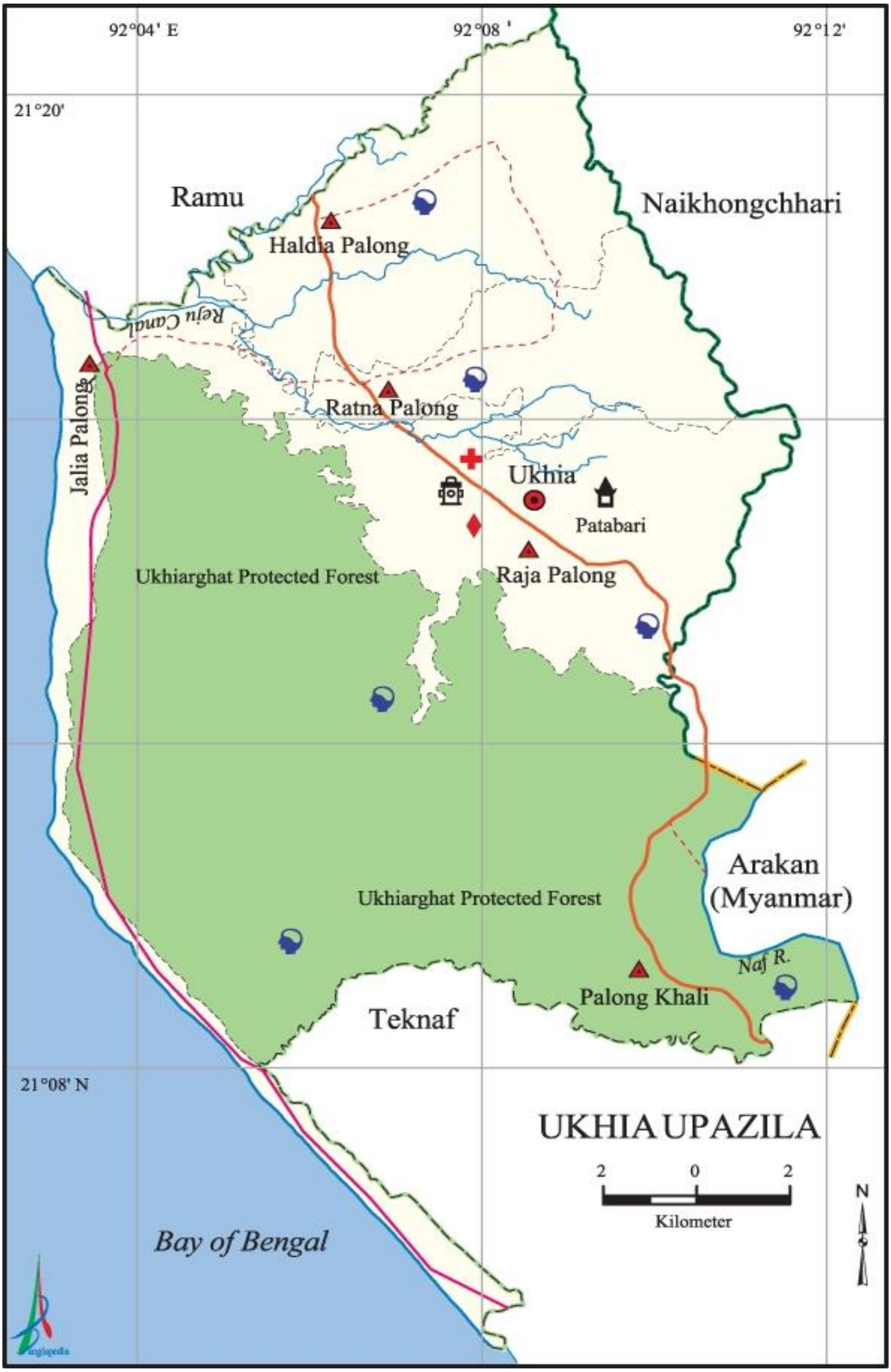
92°04' E
92°08 '
92°12'
21°20'
21°08' N
Ramu
Naikhongchhari
Haldia Palong
Reju Canal
Jalia Palong
Ratna Palong
Ukhia
Patabari
Raja Palong
Ukhiarghat Protected Forest
Ukhiarghat Protected Forest
Arakan
(Myanmar)
Naf R.
Palong Khali
Teknaf
Bay of Bengal
UKHIA UPAZILA
2
0
2
Kilometer
N

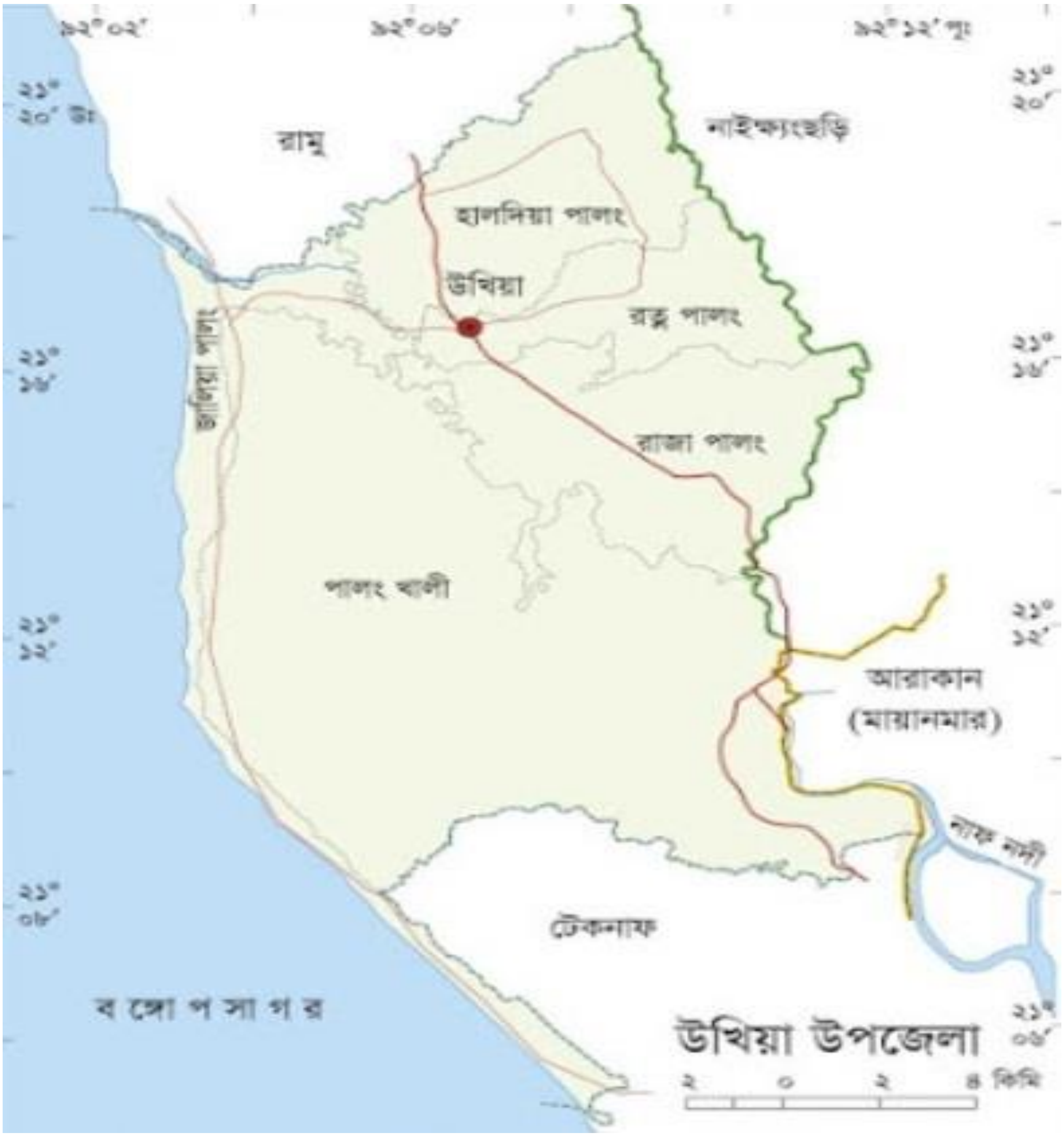
৯২°০২'
৯২°০৬'
৯২°১২' পূঃ
২১° ২০' উঃ
২১° ২০'
রামু
নাইক্ষ্যংছড়ি
হলদিয়া পালং
উখিয়া
রত্না পালং
জালিয়া পালং
২১° ১৬'
রাজা পালং
পালং খালী
২১° ১২'
আরাকান (মায়ানমার)
নাফ নদী
২১° ০৮'
টেকনাফ
বঙ্গোপসাগর
উখিয়া উপজেলা
২১° ০৪'
২ ০ ২ ৪ কিমি

উপজেলার আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

	বিবরণ	একক	সংখ্যা	উৎস*
মৌলিক প্রশাসনিক তথ্যাবলি (Basic Administrative Information)	আয়তন	বর্গ কিলোমিটার	২৬১.৮	UZP, 2018
	ইউনিয়ন সংখ্যা	নাম্বার	৫	UZP, 2018
	গ্রামের সংখ্যা	নাম্বার	১৩৯	National Web P
	মৌযা সংখ্যা	নাম্বার	১৩	UZP, 2018
	জেলা সদর থেকে দূরত্ব	কিলোমিটার	২৯	National Web P
	থানা পর্যায়ে উন্নিত	সাল	১৯০৮	UZP, 2018
	উপজেলা পর্যায়ে উন্নিত	সাল	১৯৮৩	UZP, 2018
মৌলিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যাবলি (Basic Demographic Information)	জনসংখ্যা	ব্যক্তি	২৫৮,৪০৫	UZP SO, 2018
	নারী	ব্যক্তি	১৩০,২৯৬	UZP SO, 2018
	পুরুষ	ব্যক্তি	১২৮,১০৯	UZP SO, 2018
	জনসংখ্যা ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)	ব্যক্তি	৯৮৭	UZP, '18
	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	শতাংশ	২.৯০	BBS, '11
	Number of Households	Number	39,207	USO, 2019
	মুসলিম	শতাংশ	৯১.৫৩%	BBS, Census, ’11
	অন্য ধর্মাবলম্বী	শতাংশ	৮.৪৭%	BBS, Census, ’11
গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো	প্রাথমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	১০২	UZP Edu. Dept
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	২১	UZP Edu. Dept
	কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়	সংখ্যা	৫	UZP Edu. Dept
	মাদ্রাসা	সংখ্যা	৪৭	UZP Edu. Dept
	হাসপাতাল	সংখ্যা	১	Field Survey, 18
	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	সংখ্যা	৪	UZP, 2018
	নলকূপ	**সংখ্যা**	**৩,০২৬**	**UZP, 2018**
	পাকা সড়ক	কি. মি.	৯৭.৫	LGED, 2018
	কাঁচা সড়ক	কি. মি.	৪১৭.০	LGED, 2018
	এইচবিবি সড়ক	কি. মি.	২২৫	LGED, 2018
	কালভার্ট সংখ্যা	সংখ্যা	৬০৩	LGED, 2018

	মসজিদ	সংখ্যা	৫৫০	UZP, 2018
	মন্দির/কিয়াং	সংখ্যা	৬১	UZP, 2018
	সাইক্লোন সেন্টার	সংখ্যা	৩৩	UZP, 2018
	হাট-বাজার	**সংখ্যা**	**১৮**	**Nat Web Portal**
	ব্যাংক	সংখ্যা	৭	UZP, 2018
	কার্যক্রম চলমান এমন এনজিও	সংখ্যা	১১৫	UZP, 2018
	সিনেমা হল	সংখ্যা	১	UZP, 2018
প্রাকৃতিক সম্পদ	নদী	সংখ্যা	১	UZP Fish Dept
	খাল	সংখ্যা	১৫	UZP Fish Dept
	পুকুর	সংখ্যা	১৩০	UZP Fish Dept
	বনাঞ্চল (সরকারী)	একর	৩৩,৯১৫	UZP Forest Dept
	অভয়ারণ্য	একর	১৫,৩৪১	UZP Forest Dept
সামাজিক তথ্যাবলি	জন্মকালীন স্বল্পওযন সম্পন্ন শিশুর হার	শতাংশ	৩৩.০	UHFPO, '18
	শিক্ষার হার	শতাংশ	৩৬.৩	BBS, Census, '11
	প্রাথমিক স্কুলে ঝরে পরার হার	৫ম শ্রেণী পর্যন্ত (শতাংশ)	৮.৯৫	UEO, 2019
	প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র ভর্তির হার	শতাংশ	৯৯.৫০	UEO, 2019
	শিশু মৃত্যুর হার (উভয় লিঙ্গ)	প্রতি ১০০০ এ	৩৩.০	UHFPO, '18
	বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত	পরিবার সংখ্যা	৪২,১০০	PBS, 2019
	দারিদ্রতার হার (Headcount Ratio)**	শতাংশ	১৬.৬	HIES, 2016
	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাধিন লোক	ব্যক্তি	৭,০৭৮	UZP SWO
	স্যানিটেশন কাভারেজ	শতাংশ	৮০	UZP, 2018

* BBS: Bangladesh Bureau of Statistics,
DPHE: Department of Public Health and Engineering,
HIES: Household Income and Expenditure Survey,
LGED: Local Government Engineering Department,
PBS: Palli Biddut Somittee,
SWO: Social Welfare Office,
UZP: Upazila Parishad,
UZP SO: Upazila Parishad Statistical Office,
UZP PEO: Upazila Primary Education Office.
** Zila Statistics

সম্পদ চিত্রায়ন

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অবস্থান	মেয়াদ/বাজেট
এলজিইডি	Important Rural infrastructure Development Project on Priority Basis (IRIDP-2)	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ টি প্যাকেজের আওতায় ১৫.৬৭ কিলোমিটার রাস্তা নির্মান।	পুরো উপজেলা	২০১৯-২০ অর্থবছর ১৭৬.৭৬.০০ লক্ষ টাকা
	Greater Chittagong District Rural Development Project (GCHDP)	উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৭ টি প্যাকেজের আওতায় ১০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মান।	পুরো উপজেলা	২০১৯-২০ অর্থবছর ৮২৪.১৬ লক্ষ টাকা
	Greater Chittagong Rural Infrastructure Development Project-3 (GCRIDP-3)	উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৭ টি প্যাকেজের আওতায় ২৪.১৪ কিলোমিটার রাস্তা নির্মান।	পুরো উপজেলা	২০১৯-২০ অর্থবছর ৩৫৭৬.৩৭ লক্ষ টাকা
	GOBM	উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৩ টি প্যাকেজের আওতায় ৪.১০ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার ও ২.০ মিঃ বক্স কালভার্ট নির্মাণ ।	রাজাপালং, পালংখালি এবং উত্তর পেকুরিয়া	২০১৯-২০ অর্থবছর ৫২.৮৬.০০ লক্ষ টাকা
	Project in Flood and Disaster Affected (FDR)	স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩ টি স্কিমের আওতায় একটি ৬ ক্লিোমিটার আরসিসি রাস্তা এবং একটি ১.৫০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মান।	পুরো উপজেলা	২০১৯-২০ অর্থবছর লক্ষ টাকা
	উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন প্রকল্প	উখিয়া উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মান	রাজাপালং ইউনিয়ন	২৬৮.৪৭ লক্ষ টাকা
	Preservation and Reconstruction of Muktijuddho Memorial Project (PRMMP)	উক্ত প্রকল্পের অধীনে জলিয়াপালং ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘরে অপিতাপ বঙ্গবন্ধু নির্মান	জালিয়াপালং ইউনিয়ন	২০১৯-২০ অর্থবছর ৩৪.৯০ লক্ষ টাকা
	General Social Infrastructure Development Project (GSIDP)	উক্ত প্রকল্পের অধীনে ১২টি প্যাকেজের আওতায় ১২টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	পুরো উপজেলা	২০১৯-২০ অর্থবছর ৮৩.৭৩ লক্ষ টাকা
	Multi-Disaster Shelter Project (MDSP)	উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৭ টি সাইক্লোন শেলটার নির্মান চলমান আছে।	পুরো উপজেলা	২০১৯-২০ অর্থবছর ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা
	Emergency Assistance Project (EAP)	উক্ত প্রকল্পের অধীনে এডিবির অর্থায়নে ৫টি প্যাকেজের আওতায় ৭টি সাইক্লোন শেল্টার ও ১২.৫ কিঃমিঃ রাস্তার কাজ চলমান আছে।	পুরো উপজেলা	২০১৯-২০ অর্থবছর ৭১১৪.১৭ লক্ষ টাকা
	Emergency Multi-Sector Rohinga Crisis Response Project (EMRCRP)	উক্ত প্রকল্পের অধীনে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এই প্রকল্পে ৭ টি প্যাকেজের আওতায় ২১টি সাইক্লোন শেল্টার, ১২ কিঃমিঃ আরসিসি ও ৭০ কিঃমিঃ বিসি রাস্তার কাজ শ্রীঘ্রই শুরু হবে।	রোহিঙ্গা ক্যাম্প	২৫০০০.০০ লক্ষ টাকা
	Program for Supporting Rural Bridges (ProRSB)	৩৯.৫০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজের রক্ষণাবেক্ষণ (minor maintenance) এর জন্য প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে।	হলদিয়াপালং	৫০.২২ লক্ষ টাকা

	UTMIDP	উক্ত প্রকল্পের অধীনে ২.১ কিলোমিটার রাস্তা, ইউ-ড্রেন ১.০ কিঃমিঃ ও ১টি টয়লেট ব্লক নির্মান করা হবে।	উপজেলা	৪৮৩.২০ লক্ষ টাকা
	Upazila Parishad Complex Extension (2nd Phase)	উখিয়া উপজেলার বিদ্যমান ভবন ও হলরুম নির্মান করা হবে	রাজাপালং	৯১২.০০ লক্ষ টাকা
জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল	অগ্রাধীকার পানি সরবরাহ প্রকল্প।	মোট ৭৪টি নলকূপ স্থাপন করা হবে। গভীর নলকূপ ১০টি। তারা গভীর নলকূপ ৬৪টি।	পুরো উপজেলা।	২০১৯-২০২০ অর্থবছর
	সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন প্ল্যাল্ট	জালিয়া পালং এর স্কুল ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী এ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবে। উক্ত ইউনিয়নে পানি লবনাক্তমুক্র করার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে।	জালিয়া পালং ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ অর্থবছর
	PSF{pond sand filtor}	পুকুরের পানি পরিশোধন করে পান উপযোগী করা।	উখিয়ার ঘাট,বালুখালী	২০১৯-২০২০ অর্থবছর
	অগ্রধীকার প্রকল্পের কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন।	মোহাম্মদ আলীর ভিটাতে মাদ্রাসার ছাত্রও এলাকার জনগণের সুস্বাস্থ্যের জন্য কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন।	রাজা পালং	২০১৯-২০২০ অর্থবছর
	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	বিভিন্ন এলাকায় স্থান নির্বাচনের কাজ চলতেছে।	পুরো উপজেলায়।	২০১৯-২০২০ অর্থবছর
বিআরডিবি	সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি	মোট ৩৮ টি সমবায় সমিতি গঠন (২৩ পুরুষদের এবং ১৫ টি মহিলাদের) যার মোট সদস্য সংখ্যা ১৫৭০ জন। এক নজরে প্রকল্পের ফলাফলঃ- ১। নিবন্ধিত সমিতি সংখ্যাঃ ৩৮ টি ২। সমিতির সদস্য সংখ্যা: ১৫৭০ জন ৩। ঋণ মূলধন (seed capital): ৩৫.৫ লক্ষ ৪। ঘুর্নায়মান ঋণ ১২০.৯৩ লক্ষ ৫। ঋণ আদায় হার ৯৮%	উখিয়া উপজেলা	চলমান
	পল্লী প্রগতি প্রকল্প	এটি উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি। মোট ১৭ টি ওয়ার্ডে সমসংখ্যক দল নিয়ে এটি গঠিত; যার মোট সদস্য সংখ্যা ৪২৬ জন। ঋণ মূলধন (seed capital) ২০.৭৫ লক্ষ		পল্লী প্রগতি প্রকল্প
	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প	এটি মুলত ব্যক্তি পর্যায়ের ঋণ প্রকল্প যা অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বিভিন্ন ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ মূলধন (seed capital) ১.৫৮ লক্ষ এবং ঘুর্ণায়মান মূলধন ৫.৭ লক্ষ টাকা যার আদায় হার ৯৯%।		
	আবর্তক প্রকল্প	৬৭টি কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১৩২২ জন কৃষক উপকৃত হচ্ছে। ঋণ মূলধন (seed capital) ২৭.৬৫ লক্ষ এবং ঘুর্ণায়মান মূলধন ১কোটি ২১.৩ টাকা যার আদায় হার ৯৮%।		

পল্লী উন্নয়ন	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ / আরএলপি)	গ্রামীন বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করা। বিত্তহীন সমবায় সমিতিগুলোকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গরে তোলার নিমিত্তে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান ও সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এক নজরে প্রকল্পের ফলাফলঃ- ১। নিবন্ধিত সমিতি সংখ্যাঃ ১০৪ টি ২। সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৯০০ জন ৩। শেয়ার পরিমান ৪.৩১ লক্ষ ৪। সঞ্চয় পরিমাণ ২৩.৯২ লক্ষ ৫। ঋণ মূলধন (seed capital): ১৫৩ লক্ষ ঋণ বিতরণ: ১৪১৪.১০ লক্ষ ৬। ঋণ আদায়: ১২৭৮.২২ লক্ষ ৭। আদায় হার: ৯৭% প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ- ক) সমবায় ব্যবস্থাপনা ৪৪৪ জন খ) হিসাব সংরক্ষণ ৩০৮ জন গ) আয়বর্ধক কর্মকান্ড ১৬২৯ জন ঘ) দক্ষতা উন্নয়ন ৮৯৬ জন বি. দ্র. জুন ২০১৮ তে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত হবার পর থেকে কেবল ঋণ কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ আছে।	উখিয়া উপজেলা	চলমান
স্বাস্থ্য বিভাগ	কমিউনিটি ক্লিনিক	১। কমিউনিটি ক্লিনিক: চালুকৃত সিসি- ১৭টি, ক) বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এমন সিসির সংখ্যা- ০৬টি, খ) সোলার সংযোগ আছে এমন সিসির সংখ্যা- ১০টি, গ) বিদ্যুৎ+সোলার প্যানেল- ০৩টি, ঘ) সোলার নষ্ট আছে-০৬টি, ঙ) বিদ্যুৎ+সোলার প্যানেল নাই-০৩টি, চ) সচল টিউবওয়েলের সংখ্যা- ১৪টি, ছ)টিউবওয়েল অচল এমন সিসির সংখ্যা-০৩টি,জ) মোট স্বাভাবিক প্রসব সংখ্যা:কুতুপালং সিসি- ৯টি,ঝ)অনলাইন রিপোর্টিং:১০০%। ২। স্বাস্থ্য বিভাগীয় কার্যক্রমঃ ক) বহিঃ বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী- ৮৬৩১জন (প্রতিমাসে), খ) আন্তঃ বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী- ১১৯৮জন (প্রতিমাসে), গ) জরুরী বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী-২৬৭৮জন (প্রতিমাসে), ঘ) মোট শয্যা ব্যবহারের হার- ২৩৯.০%, ঙ) মোট স্বাভাবিক প্রসব-১৮১জন (হাসপাতাল- ৩৭, সাব-সেন্টার-৭৬, কমিউনিটি ক্লিনিক-০৬, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ-৬২), চ) সিজারিয়ান-১১জন। ৩। কলেরা ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনঃ বলপূর্বক বাস্তু'চ্যূত মায়ানমার উদ্দিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর (১ বছর থেকে ৫ বছর সকল উদ্দিষ্ঠ শিশু) এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর (১ বছরের উর্দ্ধে সকল জনগোষ্ঠী) জন্য কলেরা ভ্যাকসিনের বিশেষ টিকাদান ক্যাম্পেইন চলমান রয়েছে। ৪। শরণার্থী ক্যাম্পে মেডিকেল টিমঃ ক) সরকারী- ০৮টি (মোবাইল মেডিকেল টিম) ও ০৩ টি স্থায়ী কেন্দ্র (কুতুপালং সিসি,		

		বালুখালী সাব সেন্টার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স), খ) বেসরকারী- ১৯১ টি। ৫। নিরাপদ খাদ্য বিভাগঃ ক) রেষ্টুরেন্ট পরিদর্শন-৩৬টি, খ) মুদির দোকান-২১টি, গ) মাংসের দোকান-০৩টি, ঘ) মাছের দোকান-০৬টি, ঙ) সন্দেহজনক খাদ্য নমুনা সংগ্রহ-০২টি, চ) চাউলের দোকান/গোডাউন-০১টি, ছ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিরাপদ খাদ্যের উপর স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান-২৭জন, জ) নিরাপদ খাদ্যের উপর স্বাস্থ্য শিক্ষা সেশন-০৬টি, বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান- ০২টি।		
মৎস্য	রাজস্ব খাত)) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২-৩ টি প্রশিক্ষণ	বিবরণঃ মাছ , চিংড়ি চাষসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ২ ও মৎস্য ৩ টি প্রশিক্ষণ প্রদান - প্রযুক্তি হস্তান্তরের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে ও স্থানীয়ভাবে জনগণের প্রোটিন চাহিদা মিটাবে । এছাড়াও উন্মুক্ত জলাশয় (সাগর নদী ও) ব্যবস্থাপনা বিষয়েষণ প্রদান ্র উপর প্রশিক করা হবে যার ফলে নদীও সাগরের সম্পদ এর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত হবে ।	পালংখালী , রাজাপালং ও জালিয়াপালং	রাজস্ব খাতের বরাদ্দ সাপেক্ষে জুন ২০২০খ্রি / পর্যন্ত ।
	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	উক্ত প্রকল্পের আওতায় উপজেলার মৎস্য উন্নয়নে বেশ কয়েকটি কাজ সম্পন্ন করা হবে। ১) প্রদর্শনী খামার স্থাপনের (২/৩টি) মাধ্যমে মাছ , চিংড়ি চাষসহ বিভিন্ন মৎস্য প্রযুক্তি ঐ এলাকার বিভিন্ন চাষী ফলাফল দেখে শিখে উদ্বদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে পুকুর / জলাশয়ে তা প্রয়োগ করে মাছ / চিংড়ি তথা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারবে ।	সকল ইউনিয়ন	প্রকল্পে প্রাপ্ত বরাদ্দ সাপেক্ষে জুন/২০২০ পর্যন্ত
		২) মতবিনিময় ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন (৩/৪টি)। এর মাধ্যমে মৎস্য চাষে বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পাশাপাশি চাষীদের কার্যকর পরামর্শ প্রদান ও অব্যবহৃত জলাশয় মাছ চাষের আওতায় এনে উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া হবে।	সকল ইউনিয়ন	
		৩) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ মাছ , চিংড়ি চাষসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের ফলে উল্লেখগ্যভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	সকল ইউনিয়ন	
		৪) মাঠ দিবস কার্যক্রম: মাঠ দিবস কার্যক্রম এর মাধ্যমে ঐ এলাকার চাষীরা সরাসরি মাঠে গিয়ে প্রদর্শনী খামারের মৎস্য উৎপাদন ফলাফল দেখে উদ্বদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি নিজ পুকুর/জলাশয়ে একই প্রযুক্তি অবলম্বন করে মাছ/চিংড়ি তথা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।	রাজাপালং	
		৫) মৎস্য সিবিজি (কমন বেনিফিশিয়ারি গ্রুপ) গঠন: ২০-২৫ জন এর মৎস্যচাষীদের দল গঠন করে একটি বড় আকারের পুকুরে সমবায় ভিত্তিক মাছ চাষের মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	সকল ইউনিয়ন	
	সাস্টেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প	১) চিংড়ি ঘের এ ক্লাস্টার ফার্মিং: ক্লাস্টার ফার্মিং এর মাধ্যমে চিংড়ি চাষ এর মাধ্যমে ঘের ব্যবস্থাপনা করা ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	পালংখালী ও জালিয়াপালং	বরাদ্দ সাপেক্ষে জুন / ২০২২খ্রি পর্যন্ত ।

		২) মেরিকালচার (সিউইড, ওয়েস্টার কালচার ইত্যাদি): ব্লুইকোনমির দ্বার উন্মোচনে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ (সিউইড, ওয়েস্টার, মাসেলস্ ইত্যাদি) চাষ করে এ সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করা।	জালিয়াপালং	
		৩) প্রশিক্ষণ: মাছ, চিংড়ি সিউইড, ওয়েস্টার চাষসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে ও স্থানীয়ভাবে জনগণের প্রোটিন চাহিদা মিটাবে। এছাড়াও উন্মুক্ত জলাশয় (নদী ও সাগর) ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর মৎস্যজীবিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যার ফলে নদী ও সাগরের সম্পদ এর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	পালংখালী ও জালিয়াপালং	
		৩) প্রশিক্ষণ: মাছ, চিংড়ি সিউইড, ওয়েস্টার চাষসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে ও স্থানীয়ভাবে জনগণের প্রোটিন চাহিদা মিটাবে। এছাড়াও উন্মুক্ত জলাশয় (নদী ও সাগর) ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর মৎস্যজীবিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যার ফলে নদী ও সাগরের সম্পদ এর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	পালংখালী ও জালিয়াপালং	
		৪) এআইজি কার্যক্রমঃ মৎস্যজীবিদের বিকল্প আয়বর্ধক কোন কাজে সংস্থানের মাধ্যমে মাছ ধরা বন্ধকালীন সময়ে তাদের জীবন জীবিকা স্বাভাবিক রাখার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	জালিয়াপালং	
কৃষি বিভাগ	উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	প্রদর্শণী প্লট স্থাপন, ৩৫০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	২৬,৮৯,৬৩৫.০০/ রাজস্ব খাত
	নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	প্রদর্শণী প্লট স্থাপন, ৫৭৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	১১,১৪,০০০.০০/ (২০১৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত)
	নিরাপদ পান উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	প্রদর্শণী প্লট স্থাপন, ৬০ জন কৃষককে পান উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	৪,৫০,০০০.০০/
	কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প	প্রদর্শণী প্লট স্থাপন, কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিনামূল্যে ৩৫ জন কৃষকের মাঝে উন্নত জাতের ডাল, তেল ও মসলা বীজ বিতরন	সমগ্র উপজেলা	৩,৭৭,৭৫০.০০/ (২০১৭ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত)
	কৃষি আবহাওয়া ও তথ্য প্রযুক্তি উন্নতিকরন প্রকল্প	প্রদর্শণী প্লট স্থাপন, ২০০ জন কৃষককে নিয়ে মতবিনিময় সভা	সমগ্র উপজেলা	১০,০০০.০০/ (২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত)
	খামার যান্ত্রিকীকরনের মাধ্যমে ফসল বৃদ্ধি প্রকল্প	প্রদর্শণী প্লট স্থাপন, কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	১,৩০,৮০০.০০/ (২০১৩ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত)
প্রাণিসম্পদ	লাইভ স্টক এন্ড ডেইরী ডেভলপমেন্ট প্রকল্প	উখিয়া উপজেলার খামারীদের গবাদীপ্রাণি হাঁস,মুরগীর টিকা প্রদান কৃমিনাশাক বিতরণ ও	সব ইউনিয়ন	২০১৯-২০২৩

		চিকিৎসা প্রাপ্তিতে সহায়তা করার জন্য প্রতি ইউনিয়নে একজন করে এল.এস.পি (লাইভস্টক সার্ভির্স প্রোভাইডার) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।		
	গবাদি প্রাণি রিষ্টপুষ্ট করণ প্রকল্প	উখিয়া উপজেলার গবাদি পশুর মোটাতাজাকরণ খামারীদের প্রতি বছর ৫০ জন করে তিন বছরে ১৫০ জন খামারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তাদেরকে এ বিষয়ে তিনদিনের প্রশিক্ষা প্রদান করা হবে।	সব ইউনিয়ন	২০১৯-২০২১
	পিপিআর নির্মল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প।	উক্ত প্রকল্পের আওতায় ব্র্উখিয়া উপজেলার প্রতি ইউনিয়েন ১ জন করে ভলান্টিয়ার ভেক্সিনেটর নিয়োগ করা হবে।তারা প্রতি ইউনিয়নে ছাগলের পি.পি.আর রোগ নির্মলে প্রতিষেধক টিকা প্রদান করবে।	সব ইউনিয়ন	চলমান
	কৃতিম প্রজনন ও ভ্রুণ স্থানান্তর করণ প্রকল্প।	উক্ত প্রকল্পের আওতায় উখিয়া উপজেলার প্রতি ইউনিয়নে (সদর ব্যতিত) ০১(এক)জন করে এ.আই টেকনেশিয়ান নিয়োগ করা হবে।এ পর্যন্ত পালং খালী ও রত্না পালং ইউনিয়নে ০২(দুই)জন নিয়োগ করা হয়েছে।তাহারা কৃত্রিম প্রজননের কাজ করবে।	সদর ব্যতিত (সব ইউনিয়ন)	চলমান
পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	পরিবার পরিকল্পনা	মোট সক্ষম দম্পদি - ৪০৬৪৬, মোট পদ্ধতি গ্রহীতা ৩১৮২৪, সেএআর- ৭৮.৩০%, মোট গর্ভবতির সংখ্যা - ১৯৮১ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নতুন গ্রহীতার লক্ষ্যমাত্রা ৫০৩৬ দম্পতি।	সকল ইউনিয়ন	চলমান
	প্রসব সেবা	মাসে ৩৬০ জনের মত প্রসব সেবা পেয়ে থাকেন (২৫% বাড়ীতে যেখানে ১০% অভিজ্ঞ সেবিকার তত্ত্বাবধানে ও ১৫% প্রশিক্ষণ বিহিন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে, অন্যদিকে ৭৫% হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে সেবা পেয়েছেন যার মধ্যে ৬৪% স্বাভাবিক ও ১১% সিজারিয়ান)	সকল ইউনিয়ন	চলমান
	অন্যান্য	বিভিন্ন পরিকল্পনা পদ্ধিতি নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মকান্ড চলছে। গর্ভোত্তর ও গর্ভপরবর্তি সেবাও দেয়া হয়। মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রজনন স্বাস্থ্য বয়ঃসন্ধিকালীন সেবা বিভিন্ন মেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম	সকল ইউনিয়ন	চলমান
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচি	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কাবিখা-সাধারণ সোলার খাতে ২২,৭২,৪০৪/৭৫ টাকার বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রকল্প কার্যক্রম চলমান।	সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০
	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি	ক) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে টিআর-সাধারণ উন্নয়ন খাতে ১৯,৪৪,৬১২/২৪ টাকার বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রকল্প কার্যক্রম চলমান। খ) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে টিআর-সাধারণ সোলার খাতে ১৬,৭৬,০১২/৬৮ টাকার বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রকল্প কার্যক্রম চলমান। গ) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে টিআর-দুর্যোগ সহনীয় গৃহ খাতে ২৪ টি গৃহের বিপরীতে	সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০

		৭১,৯৬,৪৬০/- টাকার বরাদ্দ পাওয়া গেছে । প্রকল্প কার্যক্রম চলমান।		
	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কম/বেশী ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ খাতে ২,২২,৮৫,৯৪৪/- টাকার বিপরীতে প্রকল্প সংখ্যা মোট ৯টি কাজ চলমান।	সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০
	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ প্রকল্প	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) নির্মাণ খাতে ৩,২৯,৭৮,৩০০/- টাকার বিপরীতে ৬ কি.মি রাস্তা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। কার্যক্রম চলমান।	সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০
	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) খাতে ১,৪৯,৫১,৩৩০/- টাকার বরাদ্দ পাওয়া গেছে। কার্যক্রম প্রকৃয়াধীন।	সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০
	বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ খাতে ১,৮০,৪৮,৭০৫/৮৫ টাকার বিপরীতে ২টি আশ্রয়কেন্দ্র সম্পূর্ন হয়েছে। ধারণ ক্ষমতা ২৪০০ জন।	সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০
উপজেলা শিক্ষা অফিস	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (PEDP-4)	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আসবাবপত্র সরবরাহ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত
	Need Based Infrastructure Development of Govt. Primary School (NBID-GPS)	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ভবন ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	সমগ্র উপজেলা	২০১৬ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	সেসিপ (Secondary Education Sector Investment Program)	শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম উন্নয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র বিতরন, আইসিটি লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা	সমগ্র উপজেলা	২০১৩ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত
	বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আসবাবপত্র সরবরাহ	সমগ্র উপজেলা	চলমান
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	ভিজিডি কাযর্ক্রম	১) ভিজিডি একটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের চলমান কাযর্ক্রম। ২০১৯-২০২০ চক্রে চলমান ২৯২৪ জন ও বিশেষ ২০০০০ জন সর্বমোট ২২৯২৪ জন হত দরিদ্র মহিলা প্রতি মাসে ৩০ কেজি হারে ২ বৎসর পাবে।	সকল ইউনিয়ন	২ বৎসর (চলমান)
	দরিদ্র মা‘র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা	২) দরিদ্র মা‘র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা একটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের চলমান কাযর্ক্রম। প্রতি ইউনিয়নে ১৪৭ জন করে ৫ টি ইউনিয়নে সর্বমোট ৭৩৫ জন গর্ববতী মহিলারা এই ভাতা পেয়ে থাকে। প্রতি উপকারভোগী মহিলা প্রতি মাসে ৮০০/- টাকা হারে ৩ বৎসরে সর্বমোট ২৮৮০০/- টাকা পেয়ে থাকে।	সকল ইউনিয়ন	৩ বৎসর (চলমান)

	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (রাজস্ব)	৩) সেলাই প্রশিক্ষণ একটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রম। ৩ (তিন) মাসের কোর্স প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে বৎসরে ১২০ জন মহিলাকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	৩ (তিন) মাস (চলমান)
	মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	৪) মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ একটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রম। ৫০০০-১৫০০০/ টাকা হারে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের জন্য মহিলাদের এই ঋণ প্রদান করা হয়। ১-২ বৎসরের জন্য সার্ভিস চার্জ ৫%।	সকল ইউনিয়ন	(চলমান)
	উপজেলা পর্যায়ে মহিলদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প (উন্নয়ন)	৫) ৩ (তিন) মাসের কোর্স প্রতি ব্যাচে বিউটিফিকেশনে ২৫ জন ও ব্লক-বাটিকে ২৫ জন সর্বমোট ৫০ জন করে বৎসরে ২০০ জন মহিলাকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	৩ (তিন) মাস প্রকল্প মেয়াদ পর্যন্ত
সংসদ সদস্য কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও প্রকল্প				
সংসদ সদস্য (প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস কর্তৃক)	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচি	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কাবিখা- নির্বাচনী এলাকা উন্নয়ন খাতে ৪৫.০০ মে. ট. চাল বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রকল্প গ্রহনের কার্যক্রম প্রকৃয়াধীন।	সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ অর্থবছর
	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি	ক) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে টিআর- নির্বাচনী এলাকা উন্নয়ন খাতে টাকার বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রকল্প গ্রহনের কার্যক্রম প্রকৃয়াধীন।	সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ অর্থবছর

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

বিবরণমূলক বিশ্লেষণ

উখিয়া উপজেলা বাংলাদেশ আর কয়েকটি উপজেলা থেকে ভৌগলিক, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেকটাই ভিন্ন। এ কারণে ফরম্যাট ভিত্তিক বিশ্লেষণের পূর্বে উপজেলার বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি বর্ণনামূলক আলোকপাত প্রয়োজন। নিম্নোক্ত আলোচনা উখিয়া উপজেলার একটি

১। রোহিঙ্গা সংকটঃ

রোহিঙ্গারা মুলত মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের একটি জনগোষ্ঠী। যদিও ইতিপুর্বে একাধিকবার এদেশে রোহিঙ্গাদের আগমন ঘটে, তবে তা তীব্রতর হয়ে উঠে ২০১৭ সালে যখন মায়ানমারে সহিংসতার শিকার হয়ে প্রায় দশ লাখের অধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিত আবির্ভাব ঘটে। এর প্রভাব পড়েছে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার উপর। খাদ্য, যোগাযোগ, জীবন ও জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাবের প্রেক্ষিতে শরনার্থীদের পাশাপাশি স্থানীয় অধিবাসীদের উন্নয়ন নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করা হয়।

২। মাদক সমস্যাঃ

মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী উপজেলা হওয়ায় এবং সেই সাথে জল ও স্থল পথে যাতায়াতের সুবিধা থাকায় উখিয়া মাদক চোরাচালানির একটি ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছিলো অনেকদিন ধরেই। বর্তমানে মাদকাসক্তি এবং মাদক ব্যবসা উখিয়া উপজেলার জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নিয়মিত টহল, অভিজান, পরিদর্শন, চেকিং স্বত্বেও মাদক পাচার রোধ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে নি। বস্তত উখিয়া এবং পার্শ্ববর্তী টেকনাফ উপজেলা বাংলাদেশে মাদক বিশেষত ইয়াবার প্রবেশদ্বার হওয়ায় সমস্যাটি ক্রমেই বেড়ে চলছে।

৩। জনবলের ঘাটতিঃ

উখিয়ার প্রতিটি হস্তান্তরিত বিভাগে লোকবলের ঘাটতি রয়েছে যা প্রত্যাশিত সেবা প্রদানে অন্যতম একটি অন্তরায়। উপজেলার সাধারণ কার্যাবলির পাশাপাশি রোহিঙ্গা সঙ্কটের কারণে সকল বিভাগের কার্যক্রমে বাড়তি চাপ পড়ছে। এমতাবস্থায় জনবলের ঘাটতির কারণে স্থানীয় জনগনকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করা যাচ্ছে না।

৪। যোগাযোগ অবকাঠামোর উপর বাড়তি চাপঃ

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির আবির্ভাবের ফলে তাদের সহায়তায় দেশি বিদেশি বিভিন্ন সরকারী বেসরকারি সেচ্ছাসেবী সংগঠন এগিয়ে আসে। কিন্তু উখিয়ার মত ছোট্ট উপজেলার যোগাযোগ অবকাঠামো বাড়তি লোকের সামাল দেবার মত করে তৈরি ছিলো না। এই বাড়তি চাপের ফলে পাকা রাস্তাগুলো ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে এবং গ্রামীন রাস্তা, যেগুলো ছোট যান চলার উপযোগী, ভাড়ী যান চালনার দরুন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বর্তমানে উখিয়া উপজেলার বেশির ভাগ রাস্তাই খাদ খন্দকে ভরে গেছে এবং এতে স্থানীয় জনগোষ্ঠির দুর্ভোগের শেষ নেই।

ফরম্যাট অনুযায়ী পরিস্থিতি

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	**অবস্থান / এলাকা**	**পরিমাণ বা বিস্তৃতি**	**কারণ**			
পরিবহণ ও যোগাযোগ	ইউনিয়ন এবং গ্রাম থেকে জনগণ বাজার, স্কুল ও উপজেলা সদর ও জেলা সদরের সাথে যাতায়াত করতে পারেনা	উখিয়ার সকল ইউনিয়ন	**উপজেলা সড়ক** উপজেলা সড়ক মোট রাস্তা ২২৪টি দৈর্ঘ্য-৫১৪.৩০ কিঃমিঃ পাকা- ৮৪.৭৬ কিঃ মিঃ কাঁচা- ৩১৪.৮৯ কিঃমিঃ HBB/BFS - ১১৩.৬০ কিঃমিঃ আরসিসি ১.০৬ কিঃমিঃ কালভার্ট ৯৩২ টি দৈর্ঘ্য ৩৪২৫.২২ মিঃ গ্যাপ ২২৯টি, দৈর্ঘ্য ১৪৮৩.১০ মিঃ.	১। রোহিঙ্গাদের সহায়তার জন্য ভারী ট্রাক চলাচলের কারণে রাস্তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ২। ইউনিয়নের পাকা রাস্তা গুলোর বেহাল দশা ৩। গ্রামীণ কাঁচা রাস্তাগুলো বর্ষাকালে চলাচলের অনুপযুক্ত	গ্রামীণ সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প- ২০ কিমি ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ ১৫ টি (এলজিইডি, প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস, জেলা পরিষদ ও সংসদ সদস্যের প্রকল্প থেকে) এলজিইডির আওতায় মোট ৭০ কি.মি দৈর্ঘ্যের ৩৮ টি পাকা রাস্তা সংস্কার করা হবে।	উপজেলার পাকা সড়কগুলোর সংস্কার ২৪৪ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন করা হবে। ব্রিজ/কালভার্ট ১৪৮৩.১০ মিঃ নির্মাণ করা হবে।	কাঁচা রাস্তার ব্রিক সলিং করা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রায় ২কিমি ইউনিয়ন সড়ক, ৫০ কিমি গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ৩০ টি ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ
জনস্বাস্থ্য	উপজেলা সকল	সকল ইউনিয়	৫০০০ পরিবার (৩০০ গভীর নলকূপ বা	১। গভীর ও অগভীর নল	১।	প্রায় ২০০ টি গভীর	

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			
	জনগন নিরাপদ পানি, পয়নিষ্কাষন ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সুবিধার আওতায় আসে নি	ন উখিয়া	৭০০ অগভীর নলকূপ প্রয়োজন(	কূপের সংখ্যা অপর্যাপ্ত, ২। পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া ৩। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সুবিধার অভাব	অগ্রাধীকার পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৪ টি নলকূপ স্থাপন। ২। জালিয়াপলং ইউনিয়নে সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন। ৩। অগ্রধীকার প্রকল্পের কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন ৪। জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	নলকূপ ও ৩০০ অগভীর নলকূপ (১১০০০ টি পরিবারের জন্যে(	উপজেলা পরিষদ ৫০টি গভীর ১০০ টি অগভীর নলকূপ স্থাপন করবে
শিক্ষা	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলোর শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি	৮৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৬ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসা	প্রায় ২৫% শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকে	১। শিক্ষার পরিবর্তে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করার মানসিকতা ২। শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা সহায়ক উপকরণের অভাব ৩। অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব। ৪। সহশিক্ষা কার্যক্রমের অভাব।		২৫% শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত	উপজেলা পরিষদ ৫০ টি স্কুলে শিক্ষা উপকরণ প্রদান করবে যাতে ১৫০০০ শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে অনুপস্থিতির হার ২৫ থেকে ১৫ শতাংশ হবে ১টি কলেজ স্থাপন শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			
							একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিতর্ক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান
কৃষি	স্বল্প কৃষিজ ফলন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ	প্রায় ৮০ টি খাল ও নালা	পানি নিষ্কাশনের জন্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ড্রেনের অভাব এবং খাল ও নালাগুলো ভরাট হয়ে আছে	ক) কৃষি বিভাগ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শষ্য বহুমুখীকরন বিষয়ে প্রতিবছর ১০০ জন এবং ৫ বছরে মোট ৫০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) কৃষি বিভাগ প্রতিবছর ১,০০০ জন ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ইত্যাদি) বিতরন করবে।	একই থাকবে	সুপারিশঃ উপজেলা পরিষদ ২০ টা খাল বা নালা খনন করতে পারে
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	মাতৃমৃত্যুর হার বেশি	সকল ইউনিয়ন উখিয়া	মাতৃমৃত্যুর হার ১৩৩ জন গর্ভবতী মহিলা প্রতি ১ লক্ষে	সচেতনতা এবং অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে হাসপাতালে পৌঁছাতে দেরি হওয়া উপজেলা	-১২ টি মাতৃমৃত্যু বিষয়ক সচেতনতা প্রোগ্রাম -নিয়মিত পরিদর্শন স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে	- মাতৃমৃত্যুর হার ১২০ জন গর্ভবতী মহিলা হবে) প্রতি ১ লক্ষে(-মাতৃমৃত্যু নিয়ে জনগণ সচেতন নয়	সুপারিশঃ উপজেলা পরিষদ মাতৃমৃত্যু বিষয়ক ৫০ টি মা সমাবেশ করতে পারে ১ টি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা

খাত	**সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা**				**সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প**	**৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা**	**সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা**
	সমস্যা	**অবস্থান / এলাকা**	**পরিমাণ বা বিস্তৃতি**	**কারণ**			
				হাসপাতালে জনবলের অভাব ৪) জন ডাক্তার এবং ৮ জন নার্স(		-যথা সময়ে হাসপাতালে পৌঁছানো কষ্টকর - ৪ জন ডাক্তার এবং ৮ জন নার্সের অভাব	করতে পারে উপজেলা পরিষদ ১ জন ডাক্তার এবং ২ জন নার্স নিয়োগ দিতে পারে বিভিন্ন স্থানে যত্রতত্র গরু জবাই করা হচ্ছে। কোটবাজারে ০১ টি কসাইখানা নির্মাণ করা অতীব প্রয়োজন
মৎস	মৎস চাষের উৎস ও উৎপাদন কমে যাওয়া	উখিয়া উপজেলা	সকল ইউনিয়ন	ব্যাপকহারে পোনা মাছ ধরা পুকুর জলাশয় বরাট করে ফেলা	মৎসজীবীদের মাঝে পোনা মাছ বিতরণ	মৎস উৎপাদন আরো কমে যাবে যদি পুকুর জলাশয় ভরাট বন্ধ না করা যায়	সুপারিশঃ উপজেলা পরিষদ পুকুর জলাশয় ভরাট বন্ধে এবং মৎস উৎপাদনের লক্ষ্যে মৎস চাষী বা জেলেদেরকে পোনা মাছ বিতরণ সহ সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করতে পারে
প্রাণি সম্পদ	বর্ষা মৌসুমে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব গবাদি পশুর	উখিয়া উপজেলা	সকল ইউনিয়ন	১। অতি বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা ২। সীমান্ত এলাকা	ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম	অনুমান করা সম্ভব নয়	সুপারিশঃ ১। ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম বিনামূল্যে দেওয়া

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			
	এফএমডি রোগ			হওয়ায় সীমান্ত দিয়ে যেসব গবাদি পশু ভারত থেকে আসে সেইসব গবাদি পশু থেকে এফএমডি রোগ ছড়ায়			উচিত ২। খামারি এবং গবাদি পশুর মালিকদের ঘাস উৎপাদন ও সংরক্ষণে সহযোগিতা করা দরকার
যুব উন্নয়ন	প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রতিবন্ধকতা	উপজেলা	ট্রেনিং এর জন্য জনবল ও অর্থের ঘাটতি	জনবলের অভাব প্রশিক্ষণের গুণগত মান এবং সময়কাল কম	বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান অর্থবছরে ১ ৫ লক্ষ. টাকা	কোনো তথ্য নেই যে কি পরিমাণ বেকার আছে বা কি পরিমাণ প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার	সুপারিশঃ উপেজলা পরিষদ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অর্থায়ন করতে পারে
বিআরডিবি	গঠিত সমবায় সমুহে সীমিত সাপোর্ট	উপজেলা	১২২ টি সমবায় সমিতি	সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান প্রকল্পের মেয়াদ শেষ	১। সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্ম সূচি ২। পল্লী প্রগতি প্রকল্প ৩। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প ৪। আবর্তক প্রকল্প	৭০ টি সমিতি	সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ঋণ সুবিধা প্রদান করে যুবকদের স্বাবলম্বীকরণ।
পরিবার পরিকল্পনা	অবকাঠামো ও জনবলের সীমাবদ্ধতায় সেবা প্রদান ব্যহত	উপজেলা	৩ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৬৬ অনুমোদিত পদের বিপরীতে কর্মরত ৩৭ জন	জনবলের অভাব পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত জনসচেতনতার অভাব	বর্তমানে কর্মীশুন্য ইউনিটসমূহে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। অত্র উপজেলায় ‘কাজ নাই	১৫ শতাংশ দম্পতি পরিবার পরিকল্পনার বাইরে	জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি। কেন্দ্রসমূহের আবাসিক কোয়ার্টার সংস্কার ও অবকাঠামো উন্নয়ন

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			
			২২ শতাংশ দম্পতি পরিবার পরিকল্পনার বাইরে	দুর্গম এলাকায় যাতায়াতে সমস্যা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের অবকাঠামো সমস্যা	ভাতা নাই’ ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত paid peer volunteer এর মাধ্যমে কার্যক্রম চলছে।		জনবল নিয়োগ
প্রাণীসম্পদ	প্রানীসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না	উপজেলা	উপজেলার প্রানী সম্পদ বিভাগের কার্যক্রম সর্বত্র পৌছছে না এবং এর সম্ভাবনার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।	০১.চাহিদা মোতাবেক জনবলের অভাব। ০২.গবাদি পশু হাঁস মুরগীর বিভিন্ন রোগের টিকার অভাব। ০৩.হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধের অভাব। ০৪. প্রান্তীক খামারীগন গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী পালনের উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে অসচেতন। ০৫. মাঠ পর্যায়ে খামার পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ভেহিকল নাই।	১। লাইভ স্টক এন্ড ডেইরী ডেভলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে উখিয়া উপজেলার খামারীদের গবাদীপ্রাণি হাঁস,মুরগীর টিকা প্রদান কৃমিনাশাক বিতরণ । ২। গবাদি প্রাণি রিষ্টপুষ্ট করণ প্রকল্পের অধীনে উখিয়া উপজেলার গবাদি পশুর মোটাতাজাকরণ খামারীদের প্রতি বছর ৫০ জন করে তিন বছরে ১৫০ জন খামারীদের তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	৮০ শতাংশ সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।	জনবল নিয়োগ হাসপাতালে ঔষধের সরবরাহ বৃদ্ধি ও টিকা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রশিক্ষণ আয়োজন অবকাঠামো উন্নয়ন

খাত	**সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা**				**সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প**	**৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা**	**সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা**
	সমস্যা	**অবস্থান / এলাকা**	**পরিমাণ বা বিস্তৃতি**	**কারণ**			
				০৬. প্রাণিজাত দ্রব্য(দুধ,ডিম,মাংশ) বাজারজাত করন্। ০৭.ভবনের অবকাঠামোগত সমস্যা ০৮.ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবাদান কেন্দ্র নাই।	৩। পিপিআর নির্মল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের অধীনে প্রতি ইউনিয়নে ছাগলের পি.পি.আর রোগ নির্মলে প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হবে। ৪। কৃতিম প্রজনন ও ভ্রুণ স্থানান্তর করণ প্রকল্পের আওতায় উখিয়া উপজেলার প্রতি ইউনিয়নে সদর) (ব্যতিত প্রয়োজনীয় লোকবলের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজননের কাজ করবে।		

বাজেটের সার-সংক্ষেপ

	তহবিলের উৎস	**বার্ষিক গড় বরাদ্দ**	**পাঁচ বছরের প্রক্ষেপণ**
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	৭,৭০০,০০০.০০	৩৮,৫০০,০০০.০০
২	বিশেষ র্কর্মসূচির মঞ্জুরি	১৫,০০০,০০০.০০	৭৫,০০০,০০০.০০
৩	স্থানীয়ভাবে আহরিত সম্পদ **২৮,০৯২,৯৬৫**	২৮,০৯২,৯৬৫.০০	১৪০,৪৬৪,৮২৫.০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডি সমূহের বাজেট	২৭,৫৩,০৯,৯৫০.০০	১,৩৭৬,৫৪৯,৭৫০.০০
৫	ইউনিয়ন/পৌরসভা/জেলা পরিষদ উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	১,৮৮,৭৭,৮৬৮.০০	৯৪,৩৮৯,৩৪০.০০
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	৪৬,০০,০০০.০০	২৩,০০০,০০০.০০
৭	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প		পরিমাণ ছ
৮	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প		পরিমাণ জ

রূপকল্প বিবরণী

“চলমান রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান পুর্বক উন্নত যোগাযোগ ও কৃষি ব্যবস্থা, বর্ধিত জনস্বাস্থ্য সেবা, মানসম্মত শিক্ষা এবং সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে উখিয়া উপজেলার জনগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা”

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের আলোকে গৃহিত রূপকল্প বিবরণীটি কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোড় দিয়েছে। যথা-

১। রোহিঙ্গা সংকটের সন্তোষজনক সমাধান উখিয়া উপজেলার অগ্রগতির জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

২। বিবরণীটি কয়েকটি অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করেছে। তা হলো-

  ক। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
  খ। অবকাঠামো উন্নয়ন
  গ।জনসাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ
  ঘ। কৃষি উন্নয়ন
  ঙ। শিক্ষার মানোন্নয়ন

৩। জনগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করাকে উখিয়া উপজেলা পরিষদের কাঙ্ক্ষিত কোশলগত দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য (strategic long term objective) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ লক্ষ্য এবং ফলাফল

ক্রম	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১.	স্থানীয় জনগনের যাতায়াতের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	যোগাযোগ ও অবকাঠামো	ক) কাঁচা (মাটির) রাস্তা ইট সলিং ও পাকা করা খ) ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ । গ) গাইড ওয়াল নির্মান	ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রায় ২কিমি ইউনিয়ন সড়ক, ৫০ কিমি গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ খ) ৩০ টি ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ গ)৫০ টি গাইডওয়াল নির্মান
২	জনস্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন ও স্বাস্থ্য স্যানিটেশন নিশিচ করা নিশ্চিত করা।	জনস্বাস্থ্য	ক) গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন খ) পিছিয়ে পরা জনগনের মাঝে নিরাপদ পায়খানা বিতরন ঘ) সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন ঙ) ড্রেনেজ লাইন নির্মান	ক) উপজেলা পরিষদ ৫০টি গভীর ১০০ টি অগভীর নলকূপ স্থাপন করবে খ) ৫০ জনকে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরণ গ) উপজেলা পরিষদ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন চালাবে। ঙ) উপজেলা পরিষদ উপজেলা সদরে ২০ কিলোমিটার ড্রেনেজ লাইন নির্মান করবে
৩	উপজেলায় কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	ক)কৃষি প্রশিক্ষণ খ) কৃষি উপকরণ বিতরন করবে। গ) মৎস্য প্রশিক্ষণ	ক) উপজেলা পরিষদ ২০ টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ১০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) স্থানীয় কৃষকদের মাঝে মোট ২৫০০ জনকে এককালীন কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার ও কিটনাশক সরবরাহ করবে। গ) মোট ৫ টি প্রশিক্ষণ কর্মসুচির আওতায় ২৫০ জন মৎস্যচাষীর মাঝে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

			চ) খামার ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	ঘ) উপজেলা পরিষদ প্রতিবছর ২০০ জনকে খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন করবে।
৪	বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও পাঠদানের সঠিক পরিবেশ নিশ্চিত করা	শিক্ষা	ক) শিক্ষককে প্রশিক্ষণ	ক) উপজেলা পরিষদ ১৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
			খ) শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন	খ) ১৫ টি প্রাথমিক ও ১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেনিকক্ষ সংস্কার/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।
			গ) বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে।	গ) ৫০ টি বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে। (বেঞ্চ ২০০ জোড়া ১০ টি স্কুলে)

লক্ষ্য বাস্তবায়নের কৌশল

উপজেলা পরিষদ শুধুমাত্র পরিকল্পনা প্রণয়নে আবদ্ধ না থেকে এটির সফল বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের নিম্নোক্ত কৌশল নির্ধারণ করেছে –

খাত	কৌশল
ক। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	উখিয়ার নাজুক যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়নই এই মুহূর্তে উপজেলা পরিষদের প্রধানতম চ্যালেঞ্জ। সে জন্যে ৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার প্রথম তিন বছর এই খাতেই সর্বাধিক ব্যয় করা হবে।
খ। অবকাঠামো উন্নয়ন	এটি যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক যুক্ত হলেও এটি আরো বৃহত্তর পরিসরের অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করবে যার মধ্যে অন্যান্য খাতের যেমন কৃষি, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের অবকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করা হবে।
গ। জনসাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ	জনস্বাস্থ্যে ২য় প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে। তবে আশার কথা এই যে সাম্প্রতি সময়ে উপজেলায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সেবা সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে যদিও সমস্যা প্রকট তথাপি উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম দুই বছর এখাতে তেমন বিনিয়োগ করবে না। এ দুবছর বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর নজর রাখবে এবং নির্ভর করবে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছুতে এবং বেসরকারি বিনিয়োগে থাকা কোন গ্যাপের উপর উপজেলার তৃতীয় বছরান্তে পরিস্থিতি অনুযায়ী বিনিয়োগ করবে।
ঘ। কৃষি উন্নয়ন	কৃষিতে উপজেলা ২য় বছর থেকে বিনিয়োগ বাড়াবে।
ঙ। শিক্ষার মানোন্নয়ন	শিক্ষা খাতে প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অংশ হিসেবে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালন, সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়নের ফলাফলসমূহ পরিবীক্ষন ও তত্ত্বাবধান করবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবেন।

পরিবীক্ষনের সময় পূর্বনির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নিরূপনের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি টিজিপির সহযোগিতায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ করবে। টিজিপি উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য উপাত্তের সাথে বিশ্লেষণ করে ভিত্তিবছরের সাথে তুলনার মাধ্যমে কি পরিবর্তন হয়েছে তা দেখবে এবং এই প্রক্রিয়ায় বার্ষিক পরিকল্পনা রিভিউ করে দেখবে যে বার্ষিক প্রত্যাশিত লক্ষ্য ও ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তা পরিচালিত হচ্ছে কি না। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি উপজেলা পরিষদের নিকট একটি বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পেশ করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ৩য় বছর উপজেরা পরিষদ একটি মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনা সম্পাদন করবে। মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনা ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন/ হালনাগাদ করা যেতে পারে। পর্যালোচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অর্ন্তভুক্ত থাকতে পারেঃ

- বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভাবনা
- বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ফলাফল ও সুফল
- অগ্রগতির বিলম্ব ও কারন
- পরিস্থিতি, চাহিদা ও স্থানীয় জনগনের অগ্রাধিকারের পরিবর্তন
- জরুরী চাহিদা জনিত পরিবর্তন যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;
- বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যে প্রকল্পের ব্যয় ও প্রকল্পের সমাপ্তি
- বর্তমান চাহিদা ও অগ্রাধিকারের বিপরীতে সম্ভাব্য স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা
- নতুন অথবা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসমূহ ।

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সম্পদের পরিবর্তনের মতো কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে। (প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মহামারী ও বিশেষ জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে)। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদান্তে উপজেলা পরিষদ চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবে। এ মূল্যায়নের ফলাফল স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হবে এবং একই সাথে উপজেলার নাগরিকদেরকেও জানানোর ব্যবস্থা করা হবে। এ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান পরবর্তি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ব্যবহার করা হবে।

উপজেলা ইন্টেগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ইউআইসিডিপি)- এর একটি পাইলট উপজেলা হওয়ায়, উখিয়া উপজেলা প্রতি বছরান্তে উপজেলা পরিষদ একটি করে বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ করবে। বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ছক নিম্নরূপ-

১২.১ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (Monitoring Report)

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম লক্ষ্য	শুরুর তারিখ/ মেয়াদ	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য / **পরিমাপযোগ্য অভিষ্ঠ সূচক**	এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অভিষ্ঠের %)	বাজেট/ এ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থের পরিমান (%)
১					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ					
২					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ					